MAY 16 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৭ ৭... কলাম ...২...

দৈনিক ইনকিলাব

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসির বিরুদ্ধে ৫০ লাখ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ

মুনীর উদ্দিন আহমদ ॥ আওয়ামী লীগ আমলে নিযুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাবেক ভিসি প্রফেসর ডঃ এসএম নজরুল ইসলামের মাধ্যমে প্রায় ৮৫ জন আওয়ামী
লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ কর্মীদের অবৈধ নিয়োগদানের পর এবার তার বিরুদ্ধে প্রায়
৫০ লাখ টাকার আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ করেছে অডিট বিভাগ। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র
জানায়, অডিট বিভাগের উপপরিচালক আয়শা খানম স্বাক্ষরিত এক স্মারকপত্র (নং-
৩২২/২/২০০০/২০০১/২২২, তারিখ ৩০-৪-০২) শিক্ষামন্ত্রণালয় পাঠানো হয়। উক্ত
পত্রে ১২টি ক্রয় ও ব্যয় সংক্রান্ত ব্যাপারে আপত্তি তুলে বলা হয়েছে, কর্মকর্তাদের বাড়ী
ভাড়া খাতে ৩ লাখ ৪০ হাজার ২৫০ টাকা, কয়েকজন আওয়ামী সমর্থক কর্মকর্তার
পেছনে বিধি বহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে ৯ লাখ ৯৮ হাজার টাকা, বই ভাড়া খাতে
১ লাখ ৮১ হাজার ৪৯০ টাকা, পোশাক ক্রয়ে ১০ হাজার ৮১৬ টাকা, যাতায়াত ভাতা
বাবদ ১ লাখ ৯ হাজার ৫৬৯ টাকা, দায়িত্ব ভাতা গ্রহণ বাবদ ২ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯০
টাকা, চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ খাতে ১৬ লাখ ১৪ হাজার ৩৩৮ টাকা অনুদান ও উন্নয়ন
খাতে ৭ লাখ ৪৬ হাজার ২২৬ টাকা, বিধি বহির্ভূত ভাতা গ্রহণ বাবদ ১ লাখ ৩০ হাজার
৯৯১ টাকা, নন টেন্ডার আইটেম ক্রয়ে ৮ লাখ ৯৩ হাজার ৩২৯ টাকা এবং মূল
পরিকল্পনায় না থাকা সত্ত্বেও স্বেচ্ছাচারীভাবে ব্যয় করা হয়েছে ১১ লাখ ৫৪ হাজার
৭৫৮ টাকা

আওয়ামী আমলে রাজনৈতিক নিয়োগপ্রাপ্ত ট্রেজারার মরহুম আঃ রাজ্জাক সর্দারের উপর
ন্যস্ত ছিল এসব ব্যয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার অথচ তারই বিরুদ্ধে অনিয়মের বেশী
অভিযোগ রয়েছে। এদিকে বর্তমান সরকারের আমলে নিযুক্ত প্রফেসর ড. আঃ কাদের
ভুইয়া ভিসির দায়িত্ব নেয়ার পর নিজস্ব কোটারী সৃষ্টি করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
একজন রাজনৈতিক কর্মীর মত বিভিন্ন ফোরামে নিজের পদমর্যাদা ভুলে যোগ দিচ্ছেন।
চারদলীয় জোটের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে তিনি স্বেচ্ছাচারিতার মত কোনরকম নিয়োগ
বিজ্ঞপ্তি না দিয়েই শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ শুরু করেছেন। আওয়ামী আমলে
অবৈধভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রায় ৮৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।
আওয়ামী আমলে তবু নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল, এ আমলে তাও না থাকায়
অভিযোগ উঠেছে ভিসি আওয়ামী লীগের সাথে যোগসাজশে একাত্ম করছেন যাতে
আওয়ামী আমলে নিয়োগপ্রাপ্তদের বিরুদ্ধে অপসারণের দাবীতে আর কেউ কথা না
বলে। আওয়ামী আমলে গঠিত অফিসার কল্যাণ সমিতি থাকলেও তিনি চাটুকারদের
দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার ফোরাম গঠন করেছেন। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে
যোগদানের পর চারদলীয় জাতীয়তাবাদী সমর্থকদের কূটকৌশলে দ্বিধাবিভক্ত করে নিজ
স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই তিনি কয়েকজন শিক্ষক যারা আওয়ামী
আমলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ধমকের সুরে বাড়াবাড়ি না করার পরামর্শ দিয়েছেন
বলে অভিযোগ রয়েছে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীদের কয়েকজন ইনকিলাবকে জানান,
আওয়ামী আমলে অবৈধভাবে দলীয়করণকৃত কর্মকর্তাদের বিতাড়িত করে
বিশ্ববিদ্যালয়ে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে বিধিমত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে যোগ্য লোক
নিয়োগ না করা হলে এই বিশ্ববিদ্যালয় অচিরেই একটা অথর্ব লোকদের দ্বারা
পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দুর্নাম কিনবে।